

# রঙ

নির্মাণকাজে বাহ্যিক সৌন্দর্য অনেকটাই নির্ভর করে রঙের উপর। রঙ করার পূর্বে অবশ্যই দেয়াল ভালভাবে শুকিয়ে ও পুটিং করে নিতে হবে। বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ও বিভিন্ন টাইপের রঙ পাওয়া যায়। জায়গা ও প্রয়োজন বুঝে এই রঙ বেছে নেয়া হয়।

চলুন আমরা প্রচলিত কিছু রঙ ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেইঃ

- ▶ ভবনের বাইরের রঙ ওয়েদার কোট হিসেবে বেশি পরিচিত। এ ধরনের রঙ বিরূপ আবহাওয়া ও ধূলাবালির হাত থেকে আপনার স্থাপনাকে সুরক্ষা দেয়।
- ▶ ঘরের ভেতরের রঙ হিসেবে ডিসেটম্পার, প্লাস্টিক পেইন্ট বেশ জনপ্রিয়। ডিসেটম্পার তুলনামূলক কম খরচ ও বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়, অন্যদিকে প্লাস্টিক পেইন্টে ডিসেটম্পারের চেয়ে খরচ কিছুটা বেশি হলেও মসৃণতা বেশি এবং দেয়ালের সুরক্ষায় বেশি কার্যকরী।
- ▶ ঘরের ভেতরে উজ্জ্বলতা বাড়াতে মসৃণ লাক্সারী সিল্ক ও ইজি ক্লিন রঙ ব্যবহার করা হয়। এগুলো সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং ঘরকে দৃষ্টিনন্দন করে।
- ▶ পানি লাগতে পারে এমন জায়গাতে মেরিন পেইন্ট বা এনামেল পেইন্ট ব্যবহার করা হয়, এছাড়া সকল মেটালেও এনামেল বা স্প্রের সাহায্যে এনামেল পেইন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ▶ এনামেল পেইন্ট করার পূর্বে একস্তর রেড অক্সাইডের প্রলেপ দিয়ে তারপর এনামেল পেইন্ট করা উচিত। ঘরের ভেতরে ব্যবহৃত কাঠের দরজা জানালায় বার্নিশ করা হয়, এই বার্নিশ ল্যাকার ও স্পিরিট পলিশ নামে পরিচিত। ল্যাকার পলিশ মেশিনে করা হয়, আর স্পিরিট পলিশ হাতে করা হয়। আসবাবপত্র এবং দরজার বার্নিশে বর্তমানে ল্যাকার পলিশের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। স্পিরিট পলিশের তুলনায় ল্যাকার পলিশে বার্নিশ দীর্ঘস্থায়ী হয়, ২০ থেকে ২৫ বছর পরেও এই মান বজায় থাকে।